অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উদ্ধবের নিকট বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে উপনীত ব্যক্তিদের কর্তব্য এবং যথার্থ ধর্মাচরণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

যিনি বানপ্রস্থ জীবন অবলম্বন করবেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুত্রদের তত্ত্বাবধানে রাখবেন, অথবা সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণ মনে তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়টি বনে অতিবাহিত করবেন। বনজাত কন্দ, ফল, মূল ইত্যাদি কখনও রান্না করা শস্য, আর কখনও বা যথা সময়ে পরিপক্ক ফল খাদ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করবেন। এ ছাড়াও, গাছের বাকল, ঘাস, পাতা বা মৃগচর্ম তিনি পরিধান করবেন। চুল, দাড়ি বা নখ না কেটে তপস্যা করাও তাঁর জন্য বিধেয়, তাঁর অঙ্গের ময়লা দূর করার জন্য কোনও বিশেষ চেষ্টা করাও অনুমোদিত নয়। তিনি প্রতিদিন তিন বার ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করবেন। গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে চারি পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং শীতকালে তিনি আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত থাকবেন। দাঁত মাজা, পরে খাওয়ার জন্য সংগৃহীত খাদ্য মজুত করা এবং ভগবানকে পশুমাংস অর্পণ করে পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী যদি তাঁর জীবনের বাকি সময়টি এইরূপ কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারেন, তবে তিনি তপলোকে উন্নীত হবেন।

জীবনের চতুর্থ অংশটি হচ্ছে সন্ন্যাসের জন্য। ব্রহ্মলোক আদি বিভিন্ন লোকে উপনীত হয়ে সেখানে বাস করার আসক্তি তাঁকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে। এইরূপ জড় জাগতিক উন্নতির বাসনা হচ্ছে তাঁর জড় কর্মের ফল। উচ্চলোকে বাস করার প্রচেষ্টা তাঁকে সর্বোপরি ক্লেশই প্রদান করে, এইরূপ উপলব্ধি হলেই কেবল তাঁর বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পদ্ধতি হচ্ছে, যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা, নিজের সর্বস্ব পুরোহিতদের দান করা, আর নিজ হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করা। সন্ন্যাসীর জন্য স্ত্রীসঙ্গ বা এমনকি স্ত্রীদর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। কোনও জরুরী অবস্থা ব্যতিরেকে সন্ন্যাসী কৌপীন বা তার ওপর সাধারণ একখানি আবরণ ব্যতীত কোনকিছুই পরিধান করবেন না। দণ্ড আর কমণ্ডলু ছাড়া তিনি সঙ্গে কিছুই রাখবেন না। জীবের প্রতি সমস্ত প্রকার হিংসা পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে তিনি সংযত হবেন। অনাসক্ত এবং আত্মায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি একা পর্বত, নদী

এবং বনের মতো পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করবেন। এইভাবে রত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করবেন এবং নির্ভয় ও নির্জন স্থানে বাস করবেন। অভিশপ্ত বা পতিত ব্যতীত সমাজের চার বর্ণের যে কোনও সাতটি গৃহ থেকে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। যা কিছু খাদ্যবস্তু তিনি সংগ্রহ করবেন, তা শুদ্ধ হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করে সেই অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ তিনি গ্রহণ করবেন। এইভাবে তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বন্ধন, আর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে ভগবান মাধবের সেবায় নিয়োজিত করা হচ্ছে মুক্তি। কেউ যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত, কামাদি ষড় রিপু এবং দুর্দান্ত অসংযত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা উত্যক্ত হন অথবা কেবল তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তবে তিনি আত্মহত্যার ফল লাভ করবেন।

পরমহংস কোনও বিধান বা নিষেধাজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, এমনকি মুক্তির মতো সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তর্পণের লক্ষ্য থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, শিশুর মতো সরল, এবং গর্ব বা অপমান বোধ থেকেও মুক্ত। যথার্থ দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বোকার মতো থাকেন, আর যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েও নিজেকে অজ্ঞের মতো রাখেন এবং অসংলগ্নভাবে কথা বলেন। যথার্থ বৈদিক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েও অগোছালো ভাবে আচরণ করেন। তিনি অন্যদের খারাপ কথাও সহ্য করেন এবং কারো প্রতি বিদ্বেষপোষণ করেন না। তিনি কারো সাথে শত্রুতা করেন না বা অনর্থক তর্ক করেন না। তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বজীবে এবং ভগবানের মধ্যে সর্বজীবকে দর্শন করেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে বিনা প্রচেষ্টায় লব্ধ যা কিছু উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা লাভ হয়, তা গ্রহণ করেন। যদিও শরীর নির্বাহের জন্য তাঁর খাদ্য বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়, তিনি কিন্তু কিছু পেলে আনন্দিত বা কোনও কিছু না পেলে হতাশ হন না। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বৈদিক বিধান বা নিষেধাজ্ঞার ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তিনি বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। তেমনই পরমহংস, বৈদিক বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে উপনীত হলেও বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে যেহেতু তাঁর দ্বন্দ্বভাব দূরীভূত হয়েছে, এবং তাঁর মন ভগবানে নিবিষ্ট হওয়ার ফলে জড় দেহ ত্যাগ করার পর তিনি সার্ষ্টি মুক্তি লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের মতো ঐশ্বর্যশালী হন।

নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করবেন। পূর্ণ বিশ্বাসে, হিংসাশূন্য হয়ে, ভক্তিযুক্তভাবে শিষ্যের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন

জ্ঞানে গুরুদেবের সেবা করা। ব্রহ্মচারীর প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের সেবা করা। গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জীবে দয়া এবং যজ্ঞ সম্পাদন, বানপ্রস্থীর কর্তব্য তপস্যা, আর সন্ন্যাসী হবেন আত্মসংযত এবং অহিংস। ব্রহ্মচর্য (গৃহস্থের পক্ষে ঋতুকালে মাসে একবার ভার্যাগমন ব্যতীত বাকি সব সময়), তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, আত্ম-সন্তুষ্টি, সর্বজীবে বন্ধুত্বভাব এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা হচ্ছে প্রতিটি জীবের কর্তব্য। অন্য কোন ব্যক্তির উপাসনায় ব্রতী না হয়ে, সমস্ত জীবকে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিবাসস্থল রূপে ভেবে, নিজের অনুমোদিত কর্তব্য পালন করে, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে আমরা ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লাভ করতে পারি। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগের অনুগামীরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃলোক আদি ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি লাভ করতে পারেন, তবে এই সমস্ত কর্মের দ্বারাই তাঁরা মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা ।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বনম্**—বন; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করতে ইচ্ছুক; **পুত্রেষু**—পুত্রদের মধ্যে; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **ন্যস্য**—ন্যস্ত করে; **সহ**—একসঙ্গে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **বা**—বা; **বনে**—বনে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **বসেৎ**—বাস করা উচিত; **শান্তঃ**—শান্ত মনে; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **ভাগম্**—ভাগ; **আয়ুষঃ**—জীবনের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত স্ত্রীকে যোগ্য পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই শান্ত মনে বনে প্রবেশ করা।

তাৎপর্য

কলিযুগে মানুষ সাধারণত একশত বৎসরের বেশি বাঁচে না, আর সেটাও এখন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একশত বৎসর বাঁচার আশা করেন, তাঁর উচিত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা, আর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। কলিযুগে যেহেতু খুব কম সংখ্যক মানুষ একশত বৎসর বাঁচেন, তাই তাঁদের সেই

অনুসারে সময়ের হিসাব করে নিতে হবে। বানপ্রস্থ হচ্ছে জাগতিক পরিবার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের স্তরে উপনীত হওয়ার ক্রমপন্থা।

শ্লোক ২

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা ॥ ২ ॥

কন্দ—কন্দ; **মূল**—মূল; **ফলৈঃ**—এবং ফল; **বন্যৈঃ**—যা বনে উৎপন্ন হয়; **মেধ্যৈঃ**—শুদ্ধ; **বৃত্তিম্**—জীবিকা নির্বাহ; **প্রকল্পয়েৎ**—ব্যবস্থা করা উচিত; **বসীত**—পরিধান করা উচিত; **বল্কলম্**—গাছের বাকল; **বাসঃ**—বস্ত্ররূপে; **তৃণ**—ঘাস; **পর্ণ**—পাতা; **অজিনানি**—মৃগচর্ম; **বা**—বা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে মানুষ কন্দ, মূল ও বনজ ফল আহার করে জীবন ধারণ করবে। সে পরিধান করবে গাছের বাকল, ঘাস, পাতা অথবা পশু-চর্ম।

তাৎপর্য

বনবাসী ত্যাগী ঋষি কোনও পশুহত্যা করেন না, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর চর্ম সংগ্রহ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *মনুসংহিতার* একটি অংশ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, *মেধ্যৈঃ* বা 'শুদ্ধ' বলতে বোঝায় বনবাসী ঋষিরা তথাকথিত ঔষধ রূপেও কোনও মধুজাত মদ্য, পশুমাংস, কোমল ছত্রাক, অন্যান্য প্রকার ছত্রাক, সজনের ডাঁটা, বিহ্বলকারী বা মাদক মূল আদি গ্রহণ করবেন না।

শ্লোক ৩

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্ দতঃ ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৩ ॥

কেশ—মাথার চুল; **রোম**—গায়ের লোম; **নখ**—হাতের এবং পায়ের নখ; **শ্মশ্রু**—দাড়ি; **মলানি**—দেহের বর্জ্য পদার্থসমূহ; **বিভৃয়াৎ**—সহ্য করা উচিত; **দতঃ**—দন্ত; **ন ধাবেৎ**—মার্জন করা উচিত নয়; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জেত**—স্নান করা উচিত; **ত্রি-কালম্**—দিনে তিন বার; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে; **শয়ঃ**—শয়ন করা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তার চুল, দাড়ি, লোম এবং নখ কাটবে না, অসময়ে পায়খানা বা প্রস্রাব করবে না ও দাঁতের পরিচর্যার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবে না। দিনে তিন বার জলে স্নান করে খুশি থাকবে, আর ভূমিতে শয়ন করবে।

শ্লোক ৪

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড় জলে ।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবং বৃত্তস্তপশ্চরেৎ ॥ ৪ ॥

গ্রীষ্মে—গ্রীষ্মকালে; **তপ্যেত**—তপস্যা করা উচিত; **পঞ্চ-অগ্নীন্**—পাঁচ প্রকারের আগুন (মাথার ওপর সূর্য এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্বলন্ত অগ্নি); **বর্ষাসু**—বর্ষাকালে; **আসার**—মুষলধারে বৃষ্টি; **ষাট্**—সহ্য করা; **জলে**—জলে; **আকণ্ঠ**—আকণ্ঠ; **মগ্নঃ**—মজ্জিত; **শিশিরে**—শীতকালের শীতলতম অংশে; **এবম্**—এইভাবে; **বৃত্তঃ**—রত হয়ে; **তপঃ**—তপস্যা; **চরেৎ**—পালন করা উচিত।

অনুবাদ

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে প্রখর সূর্যের তাপে অবস্থান করবে, বর্ষাকালে প্রচণ্ড বর্ষণের সময় বাইরে থাকবে, আর শীতকালের প্রচণ্ড শীতে নিজেকে শীতলজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ এইভাবে তপস্যা করবে।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, জীবনের শেষে তার ভোগসুখবাদী পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করার জন্য কঠোর তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, তাঁর জন্য এই ধরনের প্রচণ্ড তপস্যার প্রয়োজন নেই। *পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

"যদি শ্রীহরির আরাধনা করা হয়, তা হলে কঠোর তপস্যার কী প্রয়োজন? কেন না তপস্যার লক্ষ্যবস্তু তো লাভ হয়েই গেছে। আর সমস্ত রকমের তপস্যা করেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা না যায়, তা হলে তপস্যার কোনও মূল্য নেই; কেননা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সকল তপস্যাই বৃথা শ্রম মাত্র। শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, তিনি যে অন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই আছেন, এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তপস্যার তাঁর কী প্রয়োজন? আর শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, এই উপলব্ধিই যদি না হল, তা হলে সব তপস্যাই বৃথা।"

শ্লোক ৫

অগ্নিপক্কং সমশ্নীয়াৎ কালপক্কমথাপি বা ।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা ॥ ৫ ॥

অগ্নি—আগুন দ্বারা; পক্কম্—প্রস্তুত খাদ্য; সমশ্নীয়াৎ—আহার করা উচিত; কাল—কালের দ্বারা; পক্কম্—আহার যোগ্য; অথ—অন্যথায়; অপি—বস্তুত; বা—বা; উলূখল—উদূখল দ্বারা; অশ্ম—এবং পাথর; কুট্টঃ—চূর্ণ, পেষিত; বা—অথবা; দন্ত—দাঁতের সাহায্যে; উলূখলঃ—উদূখল রূপে; এব—বস্তুত; বা—বা, বিকল্প হিসাবে।

অনুবাদ

সে আগুনে রান্না করা শস্য অথবা যথা সময়ে পক্ক ফল আহার করতে পারে। সেই খাদ্য সে কোনও কিছু দিয়ে পেষাই করে অথবা নিজের দাঁত দিয়ে পেষাই করেও খেতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় বিধান রয়েছে যে, পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য শেষ বয়সে তীর্থস্থানে বা বনে গমন করা উচিত। পবিত্র বনে তাঁরা রেস্তোঁরা, বৃহত্তর বাজার, তৈরি খাদ্যের দোকান, এ সব কোনও কিছুই পাবেন না, তাই ইন্দ্রিয়তর্পণ কম করে তাকে অবশ্যই সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যদিও পাশ্চাত্যদেশের মানুষ প্রস্তুত করা খাদ্যই গ্রহণ করে, যিনি সরলভাবে জীবন যাপন করবেন, তাঁকে নিজেকেই খাদ্য বাছাই, পেষাই ইত্যাদি করে নিতে হবে। সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্ ।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

স্বয়ম্—নিজে; সঞ্চিনুয়াৎ—সংগ্রহ করা উচিত; সর্বম্—সব কিছু; আত্মনঃ—তার নিজের; বৃত্তি—জীবিকা; কারণম্—সহায়তা করা; দেশ—বিশেষ স্থান; কাল—সময়; বল—এবং নিজের শক্তি; অভিজ্ঞঃ—অভিজ্ঞ; ন আদদীত—নেওয়া উচিত নয়; অন্যদা—অন্য সময়ের জন্য; আহৃতম্—সংগৃহীত বস্তু।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর উচিত, যত্ন সহকারে দেশ, কাল এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তার শরীর নির্বাহের জন্য নিজেই সবকিছু সংগ্রহ করা। ভবিষ্যতের জন্য তার কোনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে তপস্বী তাঁর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মতোই কেবল সংগ্রহ করবেন, খাদ্যবস্তু পাওয়া মাত্র তাঁর পূর্ব সঞ্চিত খাদ্য ত্যাগ করা উচিত, ফলে অতিরিক্ত সঞ্চয় হবে না। এই নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে নিবদ্ধ রাখা। পুনরায় ব্যবহারের জন্য তাঁর কখনও খাদ্য বস্তু বা দৈহিক প্রয়োজনের কোনও কিছু মজুত করা উচিত নয়। *দেশ-কাল-বলাভিজ্ঞ* বলতে বোঝায় যে, বিশেষ কোনও কঠিন স্থানে, জরুরী সময়ে অথবা ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য এই সমস্ত কঠোর নিয়মাবলী পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই কথাই বলেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যদি না কেউ সম্পূর্ণ অক্ষম হন, ব্যক্তিগত নির্বাহের জন্য তাঁর অন্যদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কেননা তাতে যে ঋণ সৃষ্টি হবে, তা শোধ করার জন্য তাঁকে পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। যাঁরা ব্যক্তিগত শুদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করছেন, এই সমস্ত কেবল তাঁদেরই জন্য প্রযোজ্য, ভগবৎ-সেবায় রত কৃষ্ণভক্তদের জন্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবার জন্যই কেবল আহার করেন, পোশাক পরেন, এবং কথা বলেন, তার জন্য যা কিছু সহায়তা তিনি গ্রহণ করেন, তা তাঁর নিজের জন্য নয়। পরমেশ্বর ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য তিনি সম্পূর্ণ শরণাগত। যাঁরা সেইভাবে শরণাগত নন, তাঁদেরকে অন্যদের থেকে গৃহীত ঋণ শোধ করার জন্য পুনরায় জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৭

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্বপেৎ কালচোদিতান্ ।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী ॥ ৭ ॥

বন্যৈঃ—বনে লব্ধ; **চরু**—ধান, যব এবং ডাল ইত্যাদি আহুতি দিয়ে; **পুরোডাশৈঃ**—বন্য চাল দিয়ে তৈরি যজ্ঞের জন্য পিঠা; **নির্বপেৎ**—অর্পণ করা উচিত; **কাল-চোদিতান্**—যজ্ঞানুষ্ঠান, যেমন আগ্রয়ণ, যা ঋতু অনুসারে অর্পিত হয় (আগ্রয়ণ বলতে বোঝায় বর্ষার পর উৎপন্ন প্রথম ফলাদি); **ন**—কখনও না; **তু**—বস্তুত; **শ্রৌতেন**—বেদে উল্লিখিত; **পশুনা**—পশু যজ্ঞের দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **যজেত**—উপাসনা করতে পারে; **বন-আশ্রমী**—যিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছেন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছে, সে বনজ শস্য এবং চাল দিয়ে পিষ্টক বানিয়ে, চরু সহ ঋতু অনুসারে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবে। সেই ব্যক্তি কখনও আমাকে পশুযজ্ঞ অর্পণ করবে না, এমনকি তা যদি বেদেও উল্লেখ থাকে।

তাৎপর্য

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী কখনও পশুযজ্ঞ সম্পাদন করবেন না বা মাংসাহার করবেন না।

শ্লোক ৮

অগ্নিহোত্রং চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ববৎ ।
চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নি-হোত্রম্—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; চ—এবং; দর্শঃ—অমাবস্যার দিনে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ; চ—ও; পৌর্ণ-মাসঃ—পূর্ণিমা যজ্ঞ; চ—এবং; পূর্ব-বৎ—পূর্বের মতো, গৃহস্থ আশ্রমের; চাতুঃ-মাস্যানি—চাতুর্মাস্যের ব্রত এবং যজ্ঞ; চ—এবং; মুনে—বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর; আম্নাতানি—উল্লিখিত; চ—এবং; নৈগমৈঃ—দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী অগ্নিহোত্র, দর্শ এবং পৌর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদন করবে, যেমনটি সে গৃহস্থ আশ্রমে করত। সে চাতুর্মাস্য ব্রত সম্পাদন করবে, যেহেতু এগুলি দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস এবং চাতুর্মাস্য, এখানে উল্লিখিত এই চারটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বৈদিক অনুষ্ঠানাদির জটিলতা এড়িয়ে প্রত্যেকের উচিত কেবল—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ এবং কীর্তন করা। কেউ যদি মহামন্ত্র জপও না করেন, আবার এই সমস্ত অনুষ্ঠানও না করেন, তবে তিনি হয়ে উঠবেন নাস্তিক মূর্খ, পাষণ্ডী।

শ্লোক ৯

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **চীর্ণেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার; **মুনিঃ**—বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী সাধু; **ধমনি-সন্ততঃ**—এমনই শীর্ণকায় হয়ে গেছেন যে, তাঁর সর্বাঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাচ্ছে; **মাম্**—আমাকে; **তপঃ-ময়ম্**—সমস্ত তপস্যার লক্ষ্য; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **ঋষি-লোকাৎ**—মহর্লোকের উর্ধ্বে; **উপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে কঠোর তপস্বী বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী, জীবন ধারণের জন্য অতি সামান্যই কোনও কিছু গ্রহণ করে। সে এত শীর্ণকায় হয়ে যায় যে, তাকে কেবল অস্থি চর্মসার বলে মনে হয়। এইভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার আরাধনা করে, সে মহর্লোকে গমন করে আর তারপর সরাসরি আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে বানপ্রস্থী ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করেন, তিনি বানপ্রস্থ আশ্রমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে না পারেন, তিনি প্রথমে ঋষিলোক বা মহর্লোকে গমন করেন এবং সেখান থেকে সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

বিধি এবং নিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করে মহর্লোক বা ঋষিলোকে গমন করা যায়। ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের *(শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ)* প্রতি রুচি না জন্মালে, ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার মতো প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং মহর্লোকে উপনীত হয়ে অকৃতকার্য ঋষি শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আরও মনোনিবেশ করেন, এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন।

শ্লোক ১০

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ ।
কাময়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্ বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ ॥ ১০ ॥

যঃ—যে; **তু**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **কৃচ্ছ্রতঃ**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **চীর্ণম্**—দীর্ঘকালের জন্য; **তপঃ**—তপস্যা; **নিঃশ্রেয়সম্**—অন্তিম মুক্তিপ্রদ; **মহৎ**—মহান; **কাময়**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **অল্পীয়সে**—নগণ্য; **যুঞ্জ্যাৎ**—অভ্যাস করে; **বালিশঃ**—এইরূপে মূর্খ; **কঃ**—কে; **অপরঃ**—অন্য; **ততঃ**—সে ব্যতিরেকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নগণ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তিম মুক্তিপ্রদ এই কষ্টসাধ্য কিন্তু উৎকৃষ্ট তপস্যা সাধন করে, সে একটি মহামূর্খ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বানপ্রস্থ আশ্রমের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এটি এত মহান যে, তার সান্ত্বনা পুরস্কারও হচ্ছে মহর্লোকে উন্নীত হওয়া। যে ব্যক্তি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য জ্ঞাতসারে এই পদ্ধতি অনুশীলন করে, সে নিশ্চয় মহামূর্খ। ভগবান চান না যে এই পদ্ধতি জড় জাগতিক মূর্খরা অপব্যবহার বা ভোগ করুক, কেননা এর অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ প্রেম।

শ্লোক ১১

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; অসৌ—বানপ্রস্থী সাধু; নিয়মে—তার কর্তব্য কর্মে; অকল্পঃ—পালনে অসমর্থ; জরয়া—বার্ধক্য হেতু; জাত—উপনীত; বেপথুঃ—দেহের কম্পন; আত্মনি—তার হৃদয়ে; অগ্নীন্—যজ্ঞাগ্নি; সমারোপ্য—স্থাপন করে; মৎ-চিত্তঃ—আমাতে নিবিষ্ট তার মন; অগ্নিম্—অগ্নি; সমাবিশেৎ—প্রবেশ করা উচিত।

অনুবাদ

সেই বানপ্রস্থী যদি বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তার শরীরে কম্পন হেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তার উচিত ধ্যানের মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নিকে তার হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

যারা জীবনের অন্তিম পর্যায়ের নিকটস্থ, তাদের জন্যই যেহেতু বানপ্রস্থ আশ্রম অনুমোদিত, সে ব্যক্তি অকালেই বার্ধক্যের লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে সন্ন্যাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না, সেই সম্ভাবনা থেকেই যায়। বার্ধক্যের জন্য সে যদি তার ধর্ম-কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাকে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করে যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ করতে। যদিও আধুনিক যুগে হয়তো এটি সম্ভব হবে না, এই শ্লোক থেকে ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করার বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ আমরা পাচ্ছি।

শ্লোক ১২

যদা কর্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু ।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ ॥ ১২ ॥

যদা—যখন; কর্ম—সকাম কর্মের দ্বারা; বিপাকেষু—যা কিছু লাভ হয়েছে, সে সবের মধ্যে; লোকেষু—ব্রহ্মলোক সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে উপনীত হওয়া সহ; নিরয়-আত্মসু—নারকীয় লোকসমূহ, যেহেতু জড়; বিরাগঃ—বৈরাগ্য; জায়তে—জন্মায়; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; ন্যস্ত—ত্যাগ করে; অগ্নিঃ—বানপ্রস্থের যজ্ঞাগ্নি; প্রব্রজেৎ—সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত; ততঃ—সেই পর্যায়ে।

অনুবাদ

সেই বানপ্রস্থী যদি বুঝতে পারে যে, এমনকি ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি বজায় থাকে, তখন সে তার সমস্ত সঞ্চায্য সকাম কর্মের ফল থেকে অনাসক্ত হয়, তখনই তার সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ১৩

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্বস্বমৃত্বিজে ।
অগ্নিন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করে; যথা—অনুসারে; উপদেশম্—শাস্ত্রবিধি; মাম্—আমাকে; দত্ত্বা—দান করে; সর্বস্বম্—নিজের সর্বস্ব; ঋত্বিজে—পুরোহিতকে; অগ্নিন্—যজ্ঞাগ্নি; স্বপ্রাণে—নিজের মধ্যে; আবেশ্য—স্থাপন করে; নিরপেক্ষঃ—আসক্তিশূন্য; পরিব্রজেৎ—সন্ন্যাস নিয়ে বেড়িয়ে পড়া উচিত।

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার পূজা করে, সমস্ত সম্পদ যজ্ঞপুরোহিতদের দান করে, তার উচিত যজ্ঞাগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করা। এইভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে তার সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে ঐকান্তিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে সন্ন্যাস আশ্রম বজায় রাখা যায় না। সন্ন্যাস জীবন পালন করতে গিয়ে যে কোনও জাগতিক বাসনাই ক্রমে প্রতিবন্ধক রূপে প্রমাণিত হবে। সুতরাং সন্ন্যাসীকে সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত প্রকার জড় বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। সেই বাসনাগুলি বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, টাকা-পয়সা এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি রূপে দেখা দেয়। কারও হয়তো ফলে ফুলে ভরা একটি সুন্দর বাগান থাকতে পারে, কিন্তু সযত্নে তার রক্ষণাবেক্ষণ না করলে সেই বাগান আগাছায় ভরে যাবে। তেমনই, যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনার সুন্দর স্তরে উপনীত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তিনি যদি সতর্কতার সঙ্গে কষ্ট করে তাঁর হৃদয়কে পবিত্র না রাখেন, তবে পুনরায় তাঁর মায়াচ্ছন্ন হওয়ার বিপদ সর্বদাই রয়েছে।

শ্লোক ১৪

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ ।
বিঘ্নান্ কুর্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্ ॥ ১৪ ॥

বিপ্রস্য—সাধু ব্যক্তির; বৈ—বস্তুত; সন্ন্যসতঃ—সন্ন্যাস গ্রহণ করে; দেবাঃ—দেবগণ; দার-আদি-রূপিণঃ—তার স্ত্রী, অন্য স্ত্রীলোক আর আকর্ষণীয় বস্তু রূপে আবির্ভূত হয়ে; বিঘ্নান্—বিঘ্নসমূহ; কুর্বন্তি—সৃষ্টি করে; অয়ম্—সন্ন্যাসী; হি—বস্তুত; অস্মান্—তাদের, দেবতাদের; আক্রম্য—লঙ্ঘন করে; সমিয়াৎ—যাওয়া উচিত; পরম্—ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন।

অনুবাদ

"সন্ন্যাস অবলম্বনকারী এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে।" এইরূপ চিন্তা করে, দেবতারা সেই সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর পূর্বের স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এবং আকর্ষণীয় বস্তু রূপে উপস্থিত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেবতা এবং তাদের সৃষ্ট কোনও কিছুর প্রতি সেই সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ না করা উচিত।

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসন কার্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং সেই শক্তির দ্বারা তাঁরা সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর স্ত্রী, অন্য কোন স্ত্রীলোক ইত্যাদি রূপে উপস্থিত হতে পারেন, যাতে তিনি তাঁর কঠোর ব্রত থেকে বিচলিত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে জড়িয়ে পড়েন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সন্ন্যাসীদের উৎসাহিত করে বলেছেন, "মায়ার এই সমস্ত প্রকাশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। তোমার কর্তব্য করে চলো আর ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাও"।

শ্লোক ১৫

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ ।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ১৫ ॥

বিভৃয়াৎ—পরা উচিত; চেৎ—যদি; মুনিঃ—সন্ন্যাসী; বাসঃ—বস্ত্র; কৌপীন—সাধুদের পরিহিত মোটা ফিতে আর অন্তর্বাস; আচ্ছাদনম্—আচ্ছাদন; পরম্—অন্য; ত্যক্তম্—ত্যাগ করা হয়েছে; ন—কখনও না; দণ্ড—তাঁর দণ্ড ছাড়া; পাত্রাভ্যাম্—আর জলপাত্র; অন্যৎ—অন্য কিছু; কিঞ্চিৎ—কোন কিছু; অনাপদি—জরুরী অবস্থা ছাড়া।

অনুবাদ

সন্ন্যাসী যদি শুধু কৌপীন ছাড়া কোন কিছু পরিধান করতে চায়, তবে কৌপীনকে আবৃত করার জন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সে তার কোমর এবং নিতম্ব আবৃত করবে। অন্যথায়, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দণ্ড আর কমণ্ডুল ছাড়া সে আর কিছুই রাখবে না।

তাৎপর্য

জড় সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হলে সন্ন্যাসী তাঁর কৃষ্ণ ভজন বিনাশ করবেন।

শ্লোক ১৬

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্ ।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টি—দৃষ্টি দ্বারা; পূতম—পবিত্র রূপে নিশ্চিত; ন্যসেৎ—তার স্থাপন করা উচিত; পাদম্—তার চরণ; বস্ত্র—তার বস্ত্র দ্বারা; পূতম্—পরিশ্রুত; পিবেৎ—পান করা উচিত; জলম্—জল; সত্য—সত্যবাদীতার দ্বারা; পূতাম্—শুদ্ধ; বদেৎ—বলা উচিত; বাচম্—বাক্য; মনঃ—মনের দ্বারা নির্ধারিত; পূতম্—পবিত্র; সমাচরেৎ—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তি ভূমিতে পদক্ষেপ করার পূর্বে তার চক্ষু দ্বারা সুনিশ্চিত হবে, যাতে সেখানে কোনও পোকা-মাকড় না থাকে, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পরিশ্রুত করেই কেবল সে জল পান করবে, কেবল সত্য পূত কথাই বলবে। তদ্রূপ, তার মন দ্বারা যত্ন সহকারে সুনিশ্চিত শুদ্ধ আচরণই তার করণীয়।

তাৎপর্য

ভূমিতে অবস্থিত কোনও প্রাণী যাতে মারা না পড়ে তার জন্য সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পথ চলবেন। তেমনই কোনও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী সহ জল যাতে না পান করেন, সেই জন্য তিনি বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে পরিশ্রুত করে জল পান করেন। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অসত্য কথা বলা হচ্ছে ভক্তিবিরোধী, তাই তা বর্জনীয়। নির্বিশেষবাদী দর্শন প্রচার করা এবং জড় জগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রশংসা করা, যা স্বর্গেও দেখা যায়, এসবের দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়; ভগবৎ-সেবায় যাঁরা সিদ্ধ হতে চান, তাঁদের জন্য অবশ্যই তা বর্জনীয়। গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতিরেকে কোন কার্যেরই যথার্থ মূল্য

নেই; অতএব আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের পবিত্র কার্যকলাপে নিয়োজিত হতে হবে।

শ্লোক ১৭

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্‌দেহচেতসাম্ ।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ ॥ ১৭ ॥

মৌন—অনর্থক বার্তালাপ বর্জন করা; **অনীহ**—সকাম কর্ম ত্যাগ করা; **অনিল-আয়ামাঃ**—শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা; **দণ্ডাঃ**—কঠোর শৃঙ্খলা; **বাক্**—বাক্যের; **দেহ**—দেহের; **চেতসাম্**—মনের; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **এতে**—এই সকল শৃঙ্খলা; **যস্য**—যার; **সন্তি**—রয়েছে; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **বেণুভিঃ**—বংশদণ্ডের দ্বারা; **ন**—কখনও না; **ভবেৎ**—হবেন; **যতিঃ**—যথার্থ সন্ন্যাসী।

অনুবাদ

অনর্থক বার্তালাপ বর্জন, অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন এবং প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এই তিন প্রকারে আত্মসংযম না করে কেবল বংশদণ্ড বহন করলেই কেউ যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকৃত হয় না।

তাৎপর্য

দণ্ড বলতে, যে দণ্ড সন্ন্যাসীরা বহন করেন তাকেই বোঝাচ্ছে, আবার দণ্ড বলতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতাকেও বোঝায়। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তিনটি বাঁশের তৈরি যে দণ্ড বহন করেন, তার দ্বারা তাঁর দেহ, মন এবং বাক্যকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করাকে সূচিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, তাঁকে অন্তরে অন্তরে (কায়, মন এবং বাক্য) সংযমের ত্রিদণ্ড প্রথমেই গ্রহণ করতে হবে। *অনিলায়াম* অভ্যাস (প্রাণায়াম) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনঃসংযম করা; যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করেন তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়েছেন। অন্তরে দেহ, মন এবং বাক্যের সংযম না করে কেবল বাহ্যিক ত্রিদণ্ড বহন করলেই যথার্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, সেই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন।

মহাভারতের হংসগীতা অংশে এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃতে, সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে উপদেশাবলী রয়েছে। কোন বদ্ধ জীব ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বাহ্যিক অলংকার পরিধান করলে তিনি বাস্তবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারবেন না। মিথ্যা সম্মান লাভের জন্য যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, কৃষ্ণকীর্তনে অগ্রগতি লাভ না করে সাধুতা দেখাবেন, অচিরেই তিনি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৮

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয়ংশ্চরেৎ ।
সপ্তাগারানসংক্লিপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা ॥ ১৮ ॥

ভিক্ষাম্—ভিক্ষালব্ধ দান; **চতুর্ষু**—চারটির মধ্যে; **বর্ণেষু**—সমাজের পেশাগত বিভাগ; **বিগর্হ্যান্**—ঘৃণ্য, অশুদ্ধ; **বর্জয়ন্**—বর্জন করে; **চরেৎ**—যাওয়া উচিত; **সপ্ত**—সাত; **আগারান্**—গৃহ সকল; **অসংক্লিপ্তান্**—সংকল্প বা বাসনারহিত; **তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট হওয়া উচিত; **লব্ধেন**—সেই সংগৃহীত বস্তু নিয়ে; **তাবতা**—কেবল সেই পরিমাণ দ্বারা।

অনুবাদ

কলুষিত এবং অস্পৃশ্য গৃহগুলি বর্জন করে, পূর্ব সংকল্প না করেই সে সাতটি গৃহে যাবে এবং সেখানে ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে সে সমাজের চারটি বর্ণের প্রতি গৃহেও যেতে পারে।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমের সাধু ব্যক্তিরা বৈদিক সংস্কৃতির যথার্থ অনুগামীদের গৃহে থেকে ভিক্ষা করে খাদ্যবস্তু বা দৈহিক প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ করবেন। বেদের বিধান অনুসারে বৈরাগী সাধুর উচিত ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে ভিক্ষা করা, তাতে যদি তাঁকে উপবাসী থাকার মতো বিপদগ্রস্ত হতে হয়, তবে তিনি ক্ষত্রিয়, অন্যথায় বৈশ্য এবং এমনকি নিষ্পাপ শূদ্রদের গৃহে থেকেও ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারেন, এখানে *বিগর্হ্যান্* শব্দটির দ্বারা সেটিই ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *অসংক্লিপ্তান্* শব্দটির দ্বারা বোঝায় পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট কিছু গৃহেই না যাওয়া, "ঐ স্থানে আমি খুব ভাল খাদ্য পাব। ভিখারীদের মধ্যে ঐ বাড়িটির বিরাট সুনাম আছে।" বাছবিচার না করে, তাঁকে সাতটি বাড়িতে যেতে হবে, আর তা থেকে যা কিছু পাওয়া যাবে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে। বর্ণাশ্রম সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুগামী, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন করেন এবং পাপকর্ম থেকে মুক্ত এমন বাসিন্দাদের নিকট থেকেই কেবল তাঁর নিজের জন্য ভিক্ষা করা উচিত। এই রূপ গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তাদের নিকট হতে নিজের জন্য ভিক্ষা করা উচিত নয়। যারা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করে, তারা সাধুদের ভিক্ষা করা অপরাধ বলে আইন প্রণয়ন করে। সাধু ভিখারীদেরকে তারা সাধারণ ভবঘুরে মনে করে, অপমান আর নির্যাতন করে। অলস ব্যক্তি, যাতে কাজ করতে না হয়, তার জন্য ভিক্ষা করলে তা অবশ্যই ঘৃণ্য, কিন্তু যে সাধু ব্যক্তি ভগবৎ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, ভগবানের কৃপার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়ার

জন্য যিনি ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলন করছেন, মনুষ্য সমাজের উচিত তাঁকে সমস্ত প্রকারে সাহায্য করা। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিন ভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করা যায়। মৌমাছিরা যেমন প্রতিটি ফুল থেকে অতি অল্প পরিমাণ মধু সংগ্রহ করে, তেমনই *মাধুকর* হচ্ছে মৌমাছিদের অনুকরণ করা। এইভাবে সামাজিক বিরোধ বর্জন করে সাধু ব্যক্তি প্রতিটি ব্যক্তির নিকট থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় *অসংক্লিপ্ত*। এই পন্থায় সাধু বাছবিচার না করে সাতটি বাড়িতে যান, আর তা থেকে যা পান তাতেই সন্তুষ্ট হন। *প্রাক্-প্রণীত*, হচ্ছে নিয়মিত দাতা নির্ধারণ করা আর তাঁদের নিকট থেকে তিনি নিজের জন্য সমস্ত কিছু পান।

এই ক্ষেত্রে শ্রীল বীর রাঘব আচার্য সন্ন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়টির যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তা হচ্ছে *কুটিচক্*—সেই ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রমের প্রাথমিক পর্যায় অবলম্বন করে, তাঁর সন্তানাদি, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা একখানি কুটির নির্মাণ করান। তিনি জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে কুটিরে উপবেশন করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন। সংযমী জীবনের বিধান অনুসারে, তিনি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করবেন, জলপাত্র নিয়ে নিজেকে পবিত্র করবেন, মস্তক (শিখা রেখে) মুণ্ডন করবেন, তিনি উপবীত ধারণ করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং গৈরিক বসন পরিধান করবেন। নিয়মিত স্নান করবেন, পরিচ্ছন্ন থাকবেন, আচমন, জপ, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য পালন, ভগবানের ধ্যান করবেন, সন্তানাদি বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে তিনি নিয়মিত আহার্য প্রাপ্ত হবেন। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে, মুক্তির মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই ভজন কুটিরে অবস্থান করবেন।

শ্লোক ১৯

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্যতঃ ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

বহিঃ—পৌর এলাকার বাইরে, নির্জন স্থানে; **জল**—জলের; **আশয়াম্**—আধারে; **গত্বা**—গিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—জলের সংস্পর্শে শুদ্ধ হওয়া; **বাক্-যতঃ**—কথা না বলে; **বিভজ্য**—বিতরণ করে দিয়ে; **পাবিতম্**—শুদ্ধ; **শেষম্**—অবশেষ; **ভুঞ্জীত**—আহার করা উচিত; **অশেষম্**—সম্পূর্ণরূপে; **আহৃতম্**—ভিক্ষালব্ধ।

অনুবাদ

ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে সে জনবহুল এলাকা ত্যাগ করে একটি নির্জন জলাশয়ের নিকট গমন করবে। সেখানে স্নান করে, ভালভাবে হাত ধুয়ে কেউ

অনুরোধ করলে সেই খাদ্যের কিছু অংশ তাদের নিকট বিতরণ করবে। সে এসব করবে মৌনাবলম্বন করে। তারপর অবশিষ্টাংশ ভালভাবে ধুয়ে ভবিষ্যতে আহার করার জন্য কিছুই না রেখে তার থালার সম্পূর্ণটাই আহার করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাগতিক লোকেরা সাধু ব্যক্তির নিকট থেকে তাঁর আহার্যের অংশ চাইলে তিনি তাদের সঙ্গে তর্ক বা কলহ করবেন না। *বিভজ্য* শব্দটি নির্দেশ করে যে, ঝামেলা এড়াতে তাঁর উচিত ভগবান বিষ্ণুকে নিবেদন করে, কিয়দংশ তাদের দান করা, তারপর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংশ ভোজন করবেন, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখবেন না। *বহিঃ* শব্দটি সূচিত করে, সর্বসাধারণের মধ্যে আহার করা উচিত নয় এবং *বাগ্‌যত* অর্থে ভগবানের কৃপা স্মরণ করতে করতে মৌনভাবে আহার করাকে বোঝায়।

শ্লোক ২০

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ২০ ॥

একঃ—একা; চরেৎ—বিচরণ করবেন; মহিম্—পৃথিবী; এতাম্—এই; নিঃসঙ্গঃ—জড় আসক্তিরহিত হয়ে; সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ—সংযত ইন্দ্রিয় হয়ে; আত্মক্রীড়ঃ—পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা উৎসাহিত; আত্মরতঃ—দিব্যজ্ঞানে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; আত্মবান্—পারমার্থিক স্তরে অবিচল; সমদর্শনঃ—সর্বত্র সমদর্শন হয়ে।

অনুবাদ

জড় আসক্তিশূন্য সংযতেন্দ্রিয় হয়ে, উৎসাহের সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে, সাধু ব্যক্তি পৃথিবীতে একা বিচরণ করবে। সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সে চিন্ময় স্তরে অবিচল থাকবে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত থাকলে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের প্রতি অবিচলিত থাকা যায় না। মায়াময় বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সে পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না। বস্তুত আমাদের উচিত চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মগ্ন থাকা, কেননা এইরূপ সেবার দ্বারা আমরা চিন্ময় বাস্তবতার মধ্যেই অবস্থান করি। ভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে আমরা আপনা থেকেই জড় ইন্দ্রিয় তর্পণের রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের সৎসঙ্গ প্রভাবে আমাদের জড় সঙ্গ আপনা থেকেই বিদূরীত হয়। তখন

তিনি জড় জগতের বদ্ধ দশা থেকে কৃষ্ণভাবনামৃতের মুক্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট বৈদিক বিধিবিধান পালনে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর উপদেশামৃতে (৪) বর্ণনা করেছেন যে,

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

"ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তাঁর নিকট থেকে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তাঁর নিকট থেকে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো—ভক্ত সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

এইভাবে যিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে শেখেন, বাস্তবে তিনি জড় জীবনের কলুষ থেকে সুরক্ষিত থাকেন। শুদ্ধ সঙ্গের প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা—এ সমস্ত উপলব্ধি করতে পারেন এবং এমনকি এই জন্মেই তিনি চিন্ময় জগতের বাসিন্দা হতে পারেন। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা যেহেতু দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত, তাঁদের সঙ্গে থাকলে জড় কলুষ এবং অনর্থক বার্তালাপের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এইরূপ ভক্তদের প্রভাবে আমরা সমদর্শী *(সম-দর্শনী)* হই এবং সর্বত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে সবকিছু দর্শন করি। ভক্ত যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তিনি আত্মবান হন, স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। উন্নত বৈষ্ণব, প্রতিনিয়ত ভগবৎ-সেবার রসাস্বাদন করেন এবং এই বিশ্বে ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণ করে চলেন, তিনিই *আত্মক্রীড়*। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মধ্যে আনন্দ লাভ করেন। উন্নত ভক্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান আর তাঁর ভক্তদের প্রতি আকৃষ্ট থাকেন, তাই তিনি *আত্মরত*, ভগবৎ সেবায় মগ্ন থেকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত না হয়ে কেউই এখানে বর্ণিত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। যে ব্যক্তি ভগবান ও তাঁর ভক্তদের প্রতি হিংসাপরায়ণ সে অসৎসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হবে, ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে এবং পাপময় জীবনের জালে জড়িয়ে পড়বে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি হিংসা নামক বৃক্ষের শাখা রূপে অসংখ্য প্রকারের অভক্তের উৎপত্তি হয়েছে, তাই তাদের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি না করলে, সে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভগবানের মায়া-শক্তিসৃষ্ট অপূর্ব সৃষ্টি পুরুষ এবং স্ত্রীরূপী দেব-দেবী, যশস্বী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, বারবনিতা ইত্যাদির উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে সে বোকার মতো ভাবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও কেউ পরম সুন্দর রয়েছে। যাঁরা অসীম সৌন্দর্য এবং আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভে আগ্রহী, তাঁদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যথার্থ উপাস্য। গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্থিতি উপলব্ধি করতে পারি এবং ক্রমে এই শ্লোকে বর্ণিত গুণাবলীও অর্জন করতে পারি।

শ্লোক ২১

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥ ২১ ॥

বিবিক্ত—নির্জন; **ক্ষেম**—নিরাপদ; **শরণঃ**—তার আশ্রয়; **মৎ**—আমাতে; **ভাব**—নিরন্তর চিন্তার দ্বারা; **বিমল**—শুদ্ধ; **আশয়ঃ**—তার চেতনা; **আত্মানম্**—আত্মাতে; **চিন্তয়েৎ**—তার মনোনিবেশ করা উচিত; **একম্**—একা; **অভেদেন**—অভেদ; **ময়া**—আমা থেকে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

নিরাপদ এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করে, নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ মনে, মুনি কেবল আত্মনিষ্ঠ হবে, এবং উপলব্ধি করবে যে, আত্মা আমা থেকে ভিন্ন নয়।

তাৎপর্য

যে ভক্ত পাঁচটি রসের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হবেন, তাঁকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলেই জানতে হবে। ভগবৎ-প্রেমের উন্নত স্তরে উপনীত হওয়ার ফলে তিনি কোন জাগতিক বিঘ্ন ছাড়াই প্রতিনিয়ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুর প্রতিই আগ্রহী নন এবং তিনি নিজেকে গুণগতভাবে কখনই ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। যে ব্যক্তি তবুও স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম জড় মন যা নিত্য আত্মাকে আবৃত রাখে, তার প্রতি আকৃষ্ট থাকে, সে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন রূপেই দেখে। এই ভুল ধারণার মূলে রয়েছে আমাদের মিথ্যা জড় পরিচিতি। জড় কলুষমুক্ত শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের সেবা আমাদের করতেই হবে, এভাবেই আমাদের ভগবৎ সেবাকে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারব।

যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের বিধান মানে না, সে অনর্থক তার ইন্দ্রিয় কর্মকে জড় মায়ার সেবায় অপচয় করছে। অনর্থক সে নিজেকে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, তাই সে কল্পনা করে যে, তার স্বতন্ত্র স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন। এইরূপ ব্যক্তির জীবনে স্থিরতা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা কর্মের জড়ক্ষেত্র উপদ্রবজনক কালের প্রভাবে সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে। কোন ভক্ত যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে ভিন্ন কোন স্বার্থের কথা চিন্তা করতে শুরু করে, তবে তার ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতার ধ্যান বিঘ্নিত হবে আর তা মুখথুবড়ে পড়বে। মন যখন ভগবানের পাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্বময় জড় জগৎ প্রাধান্য লাভ করে, আর তখন সে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের ভিত্তিতে একটি কার্যক্রম পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে, সে নির্ভয় বা অবিচল হতে পারে না এবং পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, যেটি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম চেতনা থেকে অভিন্ন একটি ক্ষুদ্র চেতন অংশ। এইভাবে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত থাকতে হবে।

শ্লোক ২২

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষং চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ ॥ ২২ ॥

অন্বীক্ষেত—যত্ন সহকারে বিচার করে দেখা উচিত; আত্মনঃ—আত্মার; বন্ধম্—বন্ধন; মোক্ষম্ –মুক্তি; চ—এবং; জ্ঞান—জ্ঞানে; নিষ্ঠয়া—নিষ্ঠার দ্বারা; বন্ধঃ—বন্ধন; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; বিক্ষেপঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি বিচ্যুতি; মোক্ষঃ—মুক্তি; এষাম্—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; চ—এবং; সংযমঃ—সম্যক নিয়ন্ত্রণ।

অনুবাদ

অবিচলিত জ্ঞানের দ্বারা মুনি আত্মার বন্ধন এবং মুক্তির স্বভাব স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় তর্পণের দিকে ধাবিত হয়, তখন আত্মার বন্ধন, এবং সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে মুক্তি।

তাৎপর্য

আত্মার নিত্য স্বভাবকে যত্নসহকারে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা জড়া প্রকৃতির শৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হই না, এবং পরম সত্যের নিরবচ্ছিন্ন সেবার দ্বারা মুক্তি লাভ করি। তখন ইন্দ্রিয়গুলি আর আমাদের জড় ভোগরূপ মিথ্যা চেতনার প্রতি

আকর্ষণ করতে পারে না। এইরূপ স্থিরভাবে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির হয়রানি থেকে মুক্তি লাভ করি।

শ্লোক ২৩

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাত্মনি সুখং মহৎ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; নিয়ম্য—সংযত করে; ষট্-বর্গম্—ছয়টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন); মৎ-ভাবেন—আমার চেতনার দ্বারা; চরেৎ—বিচরণ করবেন; মুনিঃ—মুনি; বিরক্তঃ—অনাসক্ত; ক্ষুদ্র—নগণ্য; কামেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে; লব্ধ্বা—উপলব্ধি করে; আত্মনি—আত্মায়; সুখম্—সুখ; মহৎ—মহান।

অনুবাদ

অতএব মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, মুনি অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করবে।

শ্লোক ২৪

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্ ॥ ২৪ ॥

পুর—শহর; গ্রাম—গ্রাম; ব্রজান্—চারণভূমি; স-অর্থান্—দেহ নির্বাহের জন্য যারা কাজ করছে; ভিক্ষা-অর্থম্—ভিক্ষা করার জন্য; প্রবিশম্—প্রবেশ করে; চরেৎ—বিচরণ করা উচিত; পুণ্য—শুদ্ধ; দেশ—স্থান; সরিৎ—নদীসমূহ দ্বারা; শৈল—পর্বত; বন—এবং বন; আশ্রমবতীম্—এইরূপ বাসস্থান সমন্বিত; মহীম্—পৃথিবী।

অনুবাদ

সাধু পবিত্র স্থান, প্রবহমান নদী, পর্বত এবং বনের নির্জন স্থানে ভ্রমণ করবে। তার একান্ত শরীর নির্বাহের জন্য সে শহর, গ্রাম ও চারণভূমিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে *পুর* শব্দটি বাজার, ক্রয় কেন্দ্র, এবং বাণিজ্য কেন্দ্র সমন্বিত নগরকে বোঝায়; পক্ষান্তরে *গ্রাম* বলতে অপেক্ষাকৃত ছোট শহর, যেখানে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে, তাকে বোঝায়। বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী, যিনি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করছেন, তাঁর উচিত একমাত্র

দান কার্যে ব্রতী করানো ছাড়া যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করে চলেছে, তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করছেন, তাঁদেরকে মুক্ত আত্মা বলেই মনে করতে হবে, তাই তাঁরা প্রতিনিয়ত জড় জাগতিক জীবদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করার জন্য চেষ্টা করে চলেন। তা সত্ত্বেও যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসারের কাজে ছাড়া এইরূপ প্রচারকদেরও উচিত জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ কঠোরভাবে বর্জন করা। বিধান রয়েছে যে, জড় জগতের সঙ্গে অনর্থক সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥ ২৫ ॥

বানপ্রস্থ-আশ্রম—বানপ্রস্থ আশ্রমের; **পদেষু**—পর্যায়ে; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষা করা; **আচরেৎ**—আচরণ করা উচিত; **সংসিধ্যতি**—পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করেন; **আশু**—সত্বর; **অসম্মোহঃ**—মোহমুক্ত; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **সত্ত্বঃ**—অবস্থিতি; **শিল**—ভিক্ষালব্ধ অথবা ক্ষেত বা বাজার থেকে সংগৃহীত শস্য; **অন্ধসা**—খাদ্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমীকে সর্বদা অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা অভ্যাস করতে হবে, কেননা তার দ্বারা সে মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সত্বর পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ বিনীত উপায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে, সে শুদ্ধতা লাভ করে।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সাধারণত এত নির্বোধ যে, তারা একজন সাধু ভিক্ষুক এবং সাধারণ ভবঘুরে বা হিপির (সমাজদ্রোহী যুবসংঘের সদস্য) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। সাধু ভিক্ষুক সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদিত সেবায় রত এবং তিনি তাঁর শরীর নির্বাহের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেই কেবল ভিক্ষা করেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মনে পড়ে, যখন তিনি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একগুঁয়ে ছাত্র হিসাবে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে প্রবেশ করেছিলেন, আর কৃষ্ণের জন্য রাস্তায় ভিক্ষা করার পদ্ধতি অবলম্বন করতেই তিনি খুব সত্বর কীভাবে বিনীত হয়ে পড়েছিলেন। এই পদ্ধতি শুধু পুঁথিগত নয় বরং এর দ্বারা আর সকলকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়ে, যথার্থই আমরা শুদ্ধতা অর্জন করি। অন্যদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করলে আমাদের ভিক্ষা করা অনর্থক। এ ছাড়াও ভিক্ষা করার মাধ্যমে

আমরা প্রায়ই অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য খেতে পাব না। এটি ভাল, কেননা যখন জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও সত্বর শান্ত হয়। বানপ্রস্থ আশ্রমী যেন কখনও শুদ্ধিকরণের পন্থা হিসাবে তাঁর খাদ্যের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ না করেন, আর সাধারণ লোকেরা যেন মূর্খের মতো একজন ভবঘুরে অলস, যে অন্যের উপার্জনে চলতে চায়, তার সঙ্গে একজন সাধু ভিক্ষুক, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য উন্নততর কর্তব্যে রত আছেন তাঁকে সমান বলে মনে না করেন।

শ্লোক ২৬

নৈতদ্ বস্তুতয়া পশ্যেদ্ দৃশ্যমানং বিনশ্যতি ।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥ ২৬ ॥

ন—না; এতৎ—এই; বস্তু-তয়া—পরম বাস্তব রূপে; পশ্যেৎ—দর্শন করা উচিত; দৃশ্যমানম্—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা দৃষ্ট হয়ে; বিনশ্যতি—বিনষ্ট হয়, অসক্ত—অনাসক্ত; চিত্তঃ—যার চেতনা; বিরমেৎ—অনাসক্ত হওয়া উচিত; ইহ—এই জগতে; অমুত্র—এবং পরকালে; চিকীর্ষিতাৎ—জড় অগ্রগতির জন্য সম্পাদিত কার্যকলাপ থেকে।

অনুবাদ

বিনাশশীল জড় বস্তুকে আমাদের কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়। জড় আসক্তিশূন্য চেতনার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে জাগতিক উন্নতির সকল কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, কোন ভদ্রলোক পরিবার জীবন ত্যাগ করে, নিকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে কীভাবে ভিক্ষুক জীবন যাপন করবেন। ভগবান এখানে তার উত্তরে বলেছেন যে, উপাদেয় সুস্বাদু খাদ্য সেই সঙ্গে অন্যান্য জাগতিক বস্তু, যেমন নিজের দেহটিকে কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়, কেননা সে সব স্বাভাবিকভাবে বিনাশশীল। আমাদের উচিত ইহলোকে এবং পরলোকে মায়াকে গুণগতভাবে বর্ধনকারী জড় কার্যক্রমগুলি থেকে বিরত হওয়া।

শ্লোক ২৭

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্‌প্রাণসংহতম্ ।
সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ ॥ ২৭ ॥

যৎ—যা; এতৎ—এই; আত্মনি—পরমেশ্বর ভগবানে; জগৎ—ব্রহ্মাণ্ড; মনঃ—মন; বাক্—বাক্য; প্রাণ—এবং প্রাণবায়ু; সংহতম্—সৃষ্ট; সর্বম্—সব; মায়া—জড় মায়া;

ইতি—এইভাবে; তর্কেণ—তর্কের দ্বারা; স্ব-স্থঃ—আত্মস্থ; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; ন—কখনও না; তৎ—সেই; স্মরেৎ—স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আমাদের বিচার করা উচিত ভগবানে অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং মন, বাক্য এবং প্রাণবায়ু সমন্বিত নিজের জড় দেহ, সবই হচ্ছে সর্বোপরি ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত। এইভাবে আত্মস্থ হয়ে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করা এবং এইসব বস্তুকে পুনরায় কখনও আমাদের ধ্যেয় বলে মনে করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি বদ্ধ জীব মনে করে জড় জগৎ হচ্ছে তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী এবং তাই সে ভাবে জড় দেহটিই তার যথার্থ পরিচয়। *ত্যক্ত্বা* শব্দটি দ্বারা সূচিত করে যে, আমাদের জাগতিক মিথ্যা পরিচিতি এবং জড় দেহ অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, কেননা উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত মাত্র। কখনও এই জড় জগৎ এবং জড় দেহটিকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী রূপে মনে করা উচিত নয় বরং আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হওয়া। চিরন্তন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই জগতটি কেবলই মায়া। ভগবানের জড়া শক্তির কোন চেতনা নেই এবং তা কখনই যথার্থ সুখের ভিত্তি হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই কেবল পরম চেতন সত্ত্বা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিষ্ণুরূপে স্বয়ং বিরাজমান পুরুষোত্তম ভগবান। কর্মরত নগণ্য জড়া প্রকৃতি নয়, একমাত্র বিষ্ণুই আমাদের জীবনের যথার্থ সিদ্ধি প্রদান করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞান—দার্শনিক জ্ঞানে; নিষ্ঠঃ—পরায়ণ; বিরক্তঃ—বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি অনাসক্ত; বা—অথবা; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; বা—বা; অনপেক্ষকঃ—এমনকি মুক্তি কামনাও করেন না; স-লিঙ্গান্—তার অনুষ্ঠান এবং বাহ্যিক নিয়মাবলী; আশ্রমান্—আশ্রম অনুসারে কর্তব্য; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; চরেৎ—নিজের আচরণ করা উচিত; অবিধি-গোচরঃ—বিধিনিয়মের ঊর্ধ্বে।

অনুবাদ

জ্ঞানানুশীলন রত এবং বাহ্যিক উপাদানের প্রতি অনাসক্ত বিদ্বান পরমার্থবাদী, এবং মুক্তি কামনারহিত আমার ভক্ত—এরা উভয়েই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অথবা

সামগ্রী ভিত্তিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে। এইভাবে তাদের সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবনের পরমহংস পর্যায় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, যে স্তরে আনুষ্ঠানিকতা অথবা বাহ্যিক নিয়মকানুনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। সম্পূর্ণ সিদ্ধ মুক্তিকামী জ্ঞানযোগী, অথবা তারও ঊর্ধ্বে ভগবানের আদর্শ ভক্ত, যিনি মুক্তি কামনাও করেন না, তাঁর জড় জাগতিক কার্যকলাপের কোনরূপ বাসনা থাকে না। মন যখন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়, তখন পাপময় কার্যকলাপের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মকানুনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অথবা যাদের অজ্ঞের মতো আচরণ করার প্রবণতা রয়েছে তাদেরকে পরিচালনা করা, কিন্তু যিনি পারমার্থিক চেতনায় সিদ্ধ তিনি মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারেন, ভগবান এখানে সেই ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তির অসাবধান ভাবে গাড়ী চালানোর প্রবণতা রয়েছে, অথবা যে স্থানীয় রাস্তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানে না, তার জন্য বিস্তারিতভাবে রাস্তার চিহ্ন সমূহ এবং পথপ্রদর্শনকারী পুলিশের বিধিনিষেধ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আদর্শ গাড়ীচালক স্থানীয় রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ। তার জন্য যথার্থই কোন আরক্ষণ কর্মকর্তা বা গতিনিয়ামক এবং সাবধানতা সূচক চিহ্নের প্রয়োজন নেই, কারণ এই সমস্তের প্রয়োজন হয় রাস্তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেদের জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে কোন কিছুই চান না; তিনি আপনা থেকেই সমস্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে অবগত, আর তা হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণের স্মরণ করা এবং কখনও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া। আমাদের কিন্তু কৃত্রিমভাবে অত্যন্ত উন্নত পরমহংস ভক্তের অনুকরণ করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ অনুকরণ অতিসত্বর সেই ভক্তের পারমার্থিক জীবনে বিনাশ ঘটাবে।

পূর্ব শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান পারমার্থিক জীবনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, সামগ্রী এবং বিধিবিধান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু বহন করবেন, আর বিশেষ পদ্ধতিতে আহার-বিহার করবেন। পরমহংস ভক্ত, যিনি জড় জগতের প্রতি আসক্তি এবং আগ্রহ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেছেন, তিনি আর বৈরাগ্যের এইরূপ বাহ্যিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ২৯

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥

বুধঃ—যদিও বুদ্ধিমান, বালক-বৎ—শিশুর মতো (সম্মান এবং অসম্মান সম্বন্ধে অজ্ঞ); ক্রীড়েৎ—জীবন উপভোগ করা উচিত; কুশলঃ—যদিও দক্ষ; জড়-বৎ—জড় ব্যক্তির মতো; চরেৎ—আচরণ করা উচিত; বদেৎ—বলা উচিত; উন্মত্ত-বৎ—পাগলের মতো; বিদ্বান্—যদিও খুব শিক্ষিত; গোচর্যাম্—অবাধ আচরণ, নৈগমঃ—যদিও বৈদিক বিধান সম্বন্ধে দক্ষ; চরেৎ—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

পরমহংস, পরম জ্ঞানী হয়েও মান-অপমান বোধশূন্য হয়ে শিশুর মতো জীবন উপভোগ করবেন, পরম দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় এবং অক্ষমের মতো আচরণ করবেন; অত্যন্ত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলবেন; এবং বৈদিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে শিক্ষিত পণ্ডিত হয়েও, তিনি অবাধ আচরণ করতে থাকবেন।

তাৎপর্য

পরমহংস সন্ন্যাসী, ভয় পান যে তাঁকে সিদ্ধ মহাত্মার মতো সম্মান প্রদর্শন করলে তাঁর মন হয়ত বিপথে চালিত হতে পারে, তাই তিনি নিজেকে আবৃত করে রাখেন, সেই কথাই এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সিদ্ধব্যক্তি জনসাধারণকে তুষ্ট করতে বা সামাজিক সম্মান পেতে চেষ্টা করেন না; কেননা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগৎ থেকে সর্বদা অনাসক্ত থাকা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা। সাধারণ বিধি-নিষেধের অবহেলা করলেও পরমহংস কখনও পাপকর্ম বা অসৎ আচরণ করেন না, বরং তিনি বিশেষ কোনভাবে বস্ত্রপরিধান, কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পাদন অথবা কিছু তপস্যা এবং প্রায়শ্চিত্ত আদি ধর্মীয় আচরণের আনুষ্ঠানিকতাগুলির অবহেলা করে থাকেন।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ, যাঁরা ভগবানের নাম প্রচারের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের উচিত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃতের উপস্থাপন করা, যাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে। যাঁরা প্রচার করছেন তাঁদের উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা, প্রচারের অজুহাতে তাঁরা যেন নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন। যে পরমহংস কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে নিয়োজিত নন, তিনি অবশ্য জনমত সম্বন্ধে মোটেই আসক্ত নন।

শ্লোক ৩০

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥

বেদবাদ—বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে; **রতঃ**—নিয়োজিত; **ন**—কখনও না; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **ন**—অথবা নয়; **পাষণ্ডী**—নাস্তিক, যে বেদের বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে; **ন**—অথবা নয়; **হৈতুকঃ**—সাধারণ তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী; **শুষ্কবাদ**—অনর্থক বিষয়ের; **বিবাদে**—তর্কে; **ন**—কখনও না; **কঞ্চিৎ**—যে কোন; **পক্ষম্**—পক্ষ; **সমাশ্রয়েৎ**—গ্রহণ করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তের কখনও বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয় সকাম আনুষ্ঠানিকতায় রত হওয়া, বা নাস্তিক হওয়া, অথবা বেদের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্য করা, এমনকি কথা বলাও উচিত নয়। তদ্রূপ, তার নিতান্ত তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী, কিংবা কোনও অনর্থক তর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা কখনও উচিত নয়।

তাৎপর্য

যদিও পরমহংস ভক্ত নিজের উৎকর্ষ লুকিয়ে রাখেন তা সত্ত্বেও তাঁর জন্য কতকগুলি কার্যকলাপ নিষিদ্ধ রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার নামে তিনি যেন অশরিরী না হয়ে যান। *পাষণ্ড* শব্দটি এখানে সূচিত করে, বেদ বিরোধী নাস্তিক দর্শন, যেমন—বৌদ্ধ মতবাদ এবং হৈতুক বলতে বোঝায় যারা জাগতিক তর্ক অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যা কিছু প্রদর্শন করা যাবে সেইটুকুই কেবল গ্রহণ করে। বেদের উদ্দেশ্য যেহেতু অপ্রাকৃত বস্তুকে উপলব্ধি করা, সেইজন্য সন্দেহবাদীদের তথাকথিত যুক্তিতর্ক পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য নিরর্থক। শ্রীল জীব গোস্বামী আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, নাস্তিকদের যুক্তিকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যেও আমরা যেন নাস্তিক গ্রন্থাদি পাঠ না করি। এই ধরনের গ্রন্থাদি সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। পূর্ববর্ণিত নিষিদ্ধ কর্মগুলি কৃষ্ণভাবনামৃতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এতই ক্ষতি কারক যে, সেগুলিকে লোকদেখানো হিসাবেও গ্রহণ করা যাবে না।

শ্লোক ৩১

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বিজয়েন্ন তু ।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্ বৈরং কুর্যান্ন কেনচিৎ ॥ ৩১ ॥

ন—কখনও না; **উদ্বিজেত**—বিড়ম্বিত অথবা ভীত হওয়া উচিত; **জনাৎ**—অন্য লোকেদের জন্য; **ধীরঃ**—সাধুব্যক্তি; **জনম্**—অন্য লোকেরা; **চ**—এবং; **উদ্বেজয়েৎ**—ভীত বা বিব্রত হওয়া উচিত; **ন**—কখনও না; **তু**—বস্তুত; **অতি-**

বাদান্—অপমান সূচক অথবা রূঢ় বাক্য; তিতিক্ষেত—সহ্য করা উচিত; ন—কখনও না; অবমন্যেত—তুচ্ছ ভাবা উচিত; কঞ্চন—যে কেউ; দেহম্—দেহ; উদ্দিশ্য—উদ্দেশ্যে; পশু-বৎ—পশুর মতো; বৈরম্—বিরোধীতা; কুর্যাৎ—করা উচিত; ন—কখনও না; কেনচিৎ—কারও সঙ্গে।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তির কারও নিকট থেকে কখনও ভীত বা বিব্রত হওয়া উচিত নয়, তেমনই অন্য লোকদের ভীত বা বিব্রত করাও তার উচিত নয়। সে অন্যদের দ্বারা অপমানিত হলে তা সহ্য করবে এবং কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। নিজের জড় শরীরের জন্য সে কারও সঙ্গে বিরোধিতা করবে না যেহেতু সেটি পশুর আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই হবে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"যিনি নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।"

বৈষ্ণব তাঁর দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা কখনও কোন জীবকে বিব্রত করবেন না। তিনি সর্বদা সহিষ্ণু থাকবেন এবং কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না। বৈষ্ণবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অসুরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন—যেমনটি অর্জুন, হনুমান এবং আরও অন্যান্য মহান ভক্তরা করেছিলেন। তিনি নিজের মান সম্মানের তুলনায় অন্যদের নিকট অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত থাকবেন।

শ্লোক ৩২

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥ ৩২॥

একঃ—এক; এব—বস্তুত; পরঃ—পরম; হি—নিশ্চিতরূপে; আত্মা—পরম পুরুষ ভগবান; ভূতেষু—সমস্ত দেহে; আত্মনি—জীবের মধ্যে; অবস্থিতঃ—অবস্থিত; যথা—ঠিক যেমন; ইন্দুঃ—চন্দ্র; উদ—জলের, পাত্রেষু—বিভিন্ন পাত্রে; ভূতানি—সমস্ত জড় দেহ; এক—এক পরমেশ্বর; আত্মকানি—শক্তির দ্বারা নির্মিত; চ—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় দেহে এবং প্রত্যেকের আত্মায় অবস্থিত। একই চন্দ্র যেমন অসংখ্য জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এক পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে উপস্থিত। এইভাবে প্রতিটি জড় দেহই নির্মিত হয়েছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় দেহ হচ্ছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তি একই জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং অন্য জীবের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যাবে না। এই বিশ্বে ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য ভগবানের কোন যথার্থ প্রতিনিধি কারও প্রতি হিংস্র অথবা বিরুদ্ধাচরণ করেন না, এমনকি তিনি যদি ভীষণভাবে ভগবানের বিধান লঙ্ঘনকারীর দ্বারা তিরস্কৃত হন তবুও। প্রতিটি জীবই সর্বোপরি ভগবানের সন্তান, এবং ভগবান প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। সুতরাং সাধু ব্যক্তি, এমনকি নগন্যতম ব্যক্তি বা প্রাণীর সঙ্গে আচরণেও অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

শ্লোক ৩৩

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অলব্ধ্বা—লাভ না করে; ন—না; বিষীদেত—বিষণ্ণ হবেন; কালে কালে—বিভিন্ন সময়ে; অশনম্—খাদ্য; ক্বচিৎ—যা কিছু; লব্ধ্বা—লাভ করে; ন—না; হৃষ্যেৎ—আনন্দিত হওয়া উচিত; ধৃতি-মান্—দৃঢ়নিষ্ঠ; উভয়ম্—উভয় (ভাল খাদ্য পেলে বা না পেলে); দৈব—ভগবানের পরম শক্তির; তন্ত্রিতম্—নিয়ন্ত্রণে।

অনুবাদ

কখনও কখনও সে যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায়, বিষণ্ণ হবে না, এবং উপাদেয় খাদ্য পেলেও সে উৎফুল্ল হবে না। দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে সে উপলব্ধি করবে, উভয় পরিস্থিতিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণে।

তাৎপর্য

যেহেতু আমরা জড় দেহকে উপভোগ করতে চাই, সেইজন্য বিভিন্ন প্রকারের জড় অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং অনিবার্য দুঃখ আনয়ন করে। মূর্খের মতো আমরা নিজেকে নিয়ামক এবং কর্তা বলে মনে করি, এবং এইভাবে অহংকারের জন্য আমরা জড়দেহ ও মনের ক্ষণভঙ্গুর অনুভূতির বশবর্তী হই।

শ্লোক ৩৪

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্ ।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্ বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

আহার—আহার করতে; অর্থম্—এর জন্য; সমীহেত—চেষ্টা করা উচিত; যুক্তম্—উপযুক্ত; তৎ—সেই ব্যক্তির; প্রাণ—প্রাণশক্তি; ধারণম্—নির্বাহ করা; তত্ত্বম্—পারমার্থিক সত্য; বিমৃশ্যতে—মনন করা হয়; তেন—মনের সেই শক্তির দ্বারা, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ু; তৎ—সেই সত্য; বিজ্ঞায়—উপলব্ধি করে; বিমুচ্যতে—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

প্রয়োজনবোধে যথেষ্ট খাদ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত, কেননা তা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সর্বদা প্রয়োজন। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণবায়ু সুস্থ থাকে, তখন আমরা পারমার্থিক সত্যের মনন করতে পারি, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা মুক্তি লাভ করি।

তাৎপর্য

বিনা প্রচেষ্টায় অথবা স্বল্প ভিক্ষায় খাদ্যবস্তু লাভ না হলে আমাদেরকে শরীর নির্বাহের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যাতে আমাদের পারমার্থিক কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়। সাধারণত, যাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি লাভের চেষ্টা করছেন তাঁদের দেহ এবং মন যদি অনাহারের জন্য দুর্বল হয়ে যায়, তবে সত্যের প্রতি অবিচলিতভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত আহার করা হচ্ছে পারমার্থিক অগ্রগতির একটি বিরাট অন্তরায় এবং তা বর্জনীয়।

এই শ্লোকে *আহারার্থম্* শব্দটি সূচিত করে, পারমার্থিক অগ্রগতি লাভের জন্য নিজেকে সুস্থ রাখতে যেটুকু আহার করা একান্ত প্রয়োজন সেইটুকু গ্রহণ করা। তা কখনই অনর্থক সঞ্চয় বা তথাকথিত ভিক্ষালব্ধ বস্তু গচ্ছিত রাখতে অনুমোদন করে না। কেউ যদি নিজের পারমার্থিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত সঞ্চয় করেন তবে তাঁর অতিরিক্ত সঞ্চয়গুলি এত ভারী হয়ে যায় যে, তা সাধককে জাগতিক স্তরে অবরোহণ করতে বাধ্য করে।

শ্লোক ৩৫

যদৃচ্ছয়োপপন্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্ ।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই; উপপন্ন—লব্ধ; অন্নম্—খাদ্য; অদ্যাৎ—আহার করা উচিত; শ্রেষ্ঠম্—শ্রেষ্ঠ; উত—অথবা; অপরম্—নিম্ন শ্রেণীর; তথা—তেমনই; বাসঃ

—বস্ত্র; তথা—তেমনই; শয্যাম্—বিছানা পত্র; প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্—যা কিছু আপনা থেকেই লাভ হয়; ভজেৎ—গ্রহণ করা উচিত; মুনিঃ—মুনি।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তির পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্ট মানের হোক, যা অনায়াসে লাভ করে, তাই গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সময় সময় উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য, আবার কখনও কখনও স্বাদহীন খাদ্য অনায়াসেই লাভ হয়। অনায়াসলব্ধ সুস্বাদু আহার্য প্রাপ্ত হলে সাধু ব্যক্তি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন না, আবার সাধারণ খাদ্য পেলেও তিনি তা ক্রোধভরে প্রত্যাখ্যান করবেন না। যদি কোন খাদ্যই লাভ না হয়, যেমনটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, তাকে চেষ্টা করতে হবে অনাহারে না থাকতে। এই শ্লোক থেকে মনে হচ্ছে যে এমনকি সাধু ব্যক্তিদেরও যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত।

শ্লোক ৩৬

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥

শৌচম্—সাধারণ পরিচ্ছন্নতা; আচমনম্—জল দিয়ে আচমন করা; স্নানম্—স্নান করা; ন—না; তু—বস্তুত; চোদনয়া—জোরপূর্বক; চরেৎ—সম্পাদন করা উচিত; অন্যান্—অন্য; চ—এবং; নিয়মান্—নিয়মিত কর্তব্য; জ্ঞানী—যে আমাকে উপলব্ধি করেছে; যথা—ঠিক যেমন; অহম্—আমি; লীলয়া—আমার নিজের ইচ্ছায়; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর হয়েও আমি যেমন স্বেচ্ছায় আমার নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি, তদ্রূপ যে আমাকে উপলব্ধি করেছে তারও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, আচমন, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মনুষ্য সমাজের জন্য যথার্থ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে নিয়মিতভাবে বৈদিক নিত্যকৃত্যগুলি সম্পাদন করেন। ভগবান নিজের ইচ্ছাতেই এই সমস্ত আচরণ করেন, কেননা কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে দায়ী, বাধ্য বা জোরাজুরি করতে পারে না, তদ্রূপ, জড় দেহের অতীত দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত আত্ম উপলব্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি জড়দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর

নিত্যকৃত্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্পাদন করেন, বিধিনিষেধের দাসরূপে নয়। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস বিধিনিষেধের দাস নন। তা সত্ত্বেও পরমার্থবাদীরা ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করেন। অন্যভাবে বলা যায়, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় উন্নত, তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচরণ করেন। যিনি পারমার্থিক পর্যায়ে যথাযথ রূপে অধিষ্ঠিত, তিনি জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিবিধান অথবা জড় দেহের দাস হতে পারেন না। তবে, এই শ্লোকের এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের উক্তিগুলি অজ্ঞের মতো ভাষ্য করে অসৎ ও খামখেয়ালীভাবে ব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে জীবনের পরমহংস স্তরের কথা আলোচনা করছেন এবং যারা জড় দেহের প্রতি আসক্ত তাদের অবশ্য পরমহংস পর্যায় নিয়ে কিছুই করণীয় নেই, তারা যেন আবার এই পর্যায় এবং অতুলনীয় সুযোগের অপপ্রয়োগ না করে।

শ্লোক ৩৭

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হৃতা ।
আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া ॥ ৩৭ ॥

ন—না; হি—অবশ্যই; তস্য—আত্মজ্ঞানীর জন্য; বিকল্প—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কোন কিছু; আখ্যা—অনুভূতি; যা—যে অনুভূতি; চ—এবং; মৎ—আমার; বীক্ষয়া—উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা; হৃতা—বিনষ্ট; আ—যতক্ষণ না; দেহ—দেহের; অন্তাৎ—মৃত্যু; ক্বচিৎ—কোন কিছু; খ্যাতিঃ—এইরূপ অনুভূতি; ততঃ—তারপর; সম্পদ্যতে—সমান ঐশ্বর্য লাভ করে; ময়া—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আর আমার থেকে নিজেকে ভিন্ন রূপে দেখে না। কেননা আমার সম্বন্ধে তার উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তার এইরূপ মায়িক অনুভূতি বিনষ্ট হয়েছে। জড় দেহ এবং মন পূর্বে যেহেতু এইরূপ অনুভূতিতে অভ্যস্ত ছিল, সময় সময় তা পুনরায় লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু মৃত্যুর সময় আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় এবং চিন্ময় সমস্ত বস্তুই হচ্ছে তাঁর শক্তির প্রকাশ। ভগবান সম্বন্ধে উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে, তিনি কোন কিছু, কোন স্থানে, কোন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্নভাবে থাকতে

পারে—এইরূপ মায়িক ধারণা ত্যাগ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় দেহ এবং মনকে ভগবৎ-সেবার জন্য সক্ষম রাখতে হবে, সেইজন্য এমনকি সিদ্ধ ব্যক্তিকেও কখনও কখনও কোন পর্যায়ে, কোন কিছুকে বা কোন পরিস্থিতিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যায়। এই ধরনের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কোন কিছুর প্রতি মনোনিবেশ রূপ দ্বন্দ্বভাব সাময়িকভাবে লক্ষিত হলেও সেই ব্যক্তির মুক্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, তিনি মৃত্যুর সময় চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো ঐশ্বর্য লাভ করেন। মায়ার কাজ হচ্ছে আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং সাময়িক এইরূপ দ্বন্দ্বভাব, ব্যবহার বা মনোভাব শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে দেখা গেলেও তা তাঁকে কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। এটি প্রকৃত মায়া নয়, কেননা মায়ার প্রকৃত কাজ তার দ্বারা সাধিত হয় না অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করেছেন—ভগবানের ভক্ত কোন কিছুকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন রূপে দেখেন না এবং এইভাবে তিনি নিজেকে জড় জগতের স্থায়ী বাসিন্দা বলেও মনে করেন না। ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণ সেবার বাসনার দ্বারা চালিত হন। ঠিক যেমন, যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আগ্রহী তারা সর্বক্ষণ তাদের উপভোগের ব্যবস্থাপনা করে সময় কাটায়, তেমনই ভক্তরা সর্বক্ষণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং জাগতিক ইন্দ্রিয় ভোগীদের মতো আচরণ করার সময় তাঁদের নেই। সাধারণ লোকের নিকট মনে হতে পারে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুকে ভগবান থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করছেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত বাস্তবে মুক্ত স্তরেই অবস্থান করেন এবং তিনি যে চিন্ময় দেহে ভগবদ্ধামে উপনীত হবেন তা সুনিশ্চিত। সাধারণত, জাগতিক লোকেরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের ক্রিয়াকলাপ সব সময় বুঝে ওঠে না, আর এইভাবে তাঁকে তাদের মতো একই স্তরের ভেবে তাঁর গুরুত্বকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করে। জীবনের শেষে ভগবদ্ভক্ত যে ফল লাভ করেন তা কিন্তু সাধারণ জড় জাগতিক মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৩৮

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদ আত্মবান্ ।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

দুঃখ—দুঃখ; উদর্কেষু—ভবিষ্যৎ ফলরূপে যা আনয়ন করে তার মধ্যে; কামেষু—ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে; জাত—উদ্ভূত; নির্বেদঃ—অনাসক্তি; আত্ম-বান্—যিনি জীবনে

পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য ইচ্ছুক; অজিজ্ঞাসিত—যিনি গভীরভাবে বিচার করেন নি; মৎ—আমাকে; ধর্মঃ—লাভের পন্থা; মুনিম্—জ্ঞানী ব্যক্তি; গুরুম্—গুরুদেব; উপব্রজেৎ—যাওয়া উচিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল দুঃখজনক জেনে, তা থেকে অনাসক্ত হয়েছে, এবং যে পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাকে লাভ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তার উচিত জ্ঞানী এবং যথার্থ গুরুদেবের নিকট গমন করা।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, যিনি যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর কর্তব্য কী? যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইচ্ছুক এবং জড় জাগতিক জীবন থেকে অনাসক্ত হয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের নির্ভুল জ্ঞান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা রাখেন না তাঁদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আলোচনা করছেন। এইরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি, যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিষ্নাত সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং তাহলেই তিনি অতি শীঘ্র যথার্থ জ্ঞানের স্তরে উপনীত হবেন। যিনি পারমার্থিক সিদ্ধি লাভে গভীরভাবে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে জীবনের পরমসিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধানগুলি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৩৯

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; পরিচরেৎ—সেবা করা উচিত; ভক্তঃ—ভক্ত; শ্রদ্ধাবান্—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; অনসূয়কঃ—অহিংস হয়ে; যাবৎ—যতক্ষণ না; ব্রহ্ম—পারমার্থিক জ্ঞান; বিজানীয়াৎ—স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন; মাম্—আমাকে; এব—বস্তুত; গুরুম্—গুরুদেব; আদৃতঃ—পরম শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

ভক্ত যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে ততক্ষণই তার উচিত পরম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে আমা হতে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বষ্টক প্রার্থনায় বলেছেন, "*যস্য প্রসাদাদ ভগবৎ প্রসাদঃ*"—সদ্‌গুরুর কৃপার মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করি।

যে ভক্ত শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে ক্রমশ ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের সেবায় নিয়োজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই শ্রীগুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর সেবা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ। এই শ্লোকে *পরিচরেৎ* শব্দটি সূচিত করে যে, ব্যক্তিগত সেবার মাধ্যমে গুরুদেবের পরিচর্যা করা, অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি তাঁর গুরুদেব প্রদত্ত শিক্ষা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারেননি তাঁর উচিত তাঁর গুরুদেবের নিকটে থাকার মাধ্যমে মায়ার কবলে পতিত না হওয়া। যে ভক্ত গুরুদেবের কৃপায় উপলব্ধ জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর উচিত সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রচারকার্যে সাহায্য করা।

শ্লোক ৪০-৪১

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥ ৪০ ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্মহা ।
অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ ৪১ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; অসংযত—সংযত না হয়ে; ষট্—ছয়; বর্গঃ—কলুষসমূহ; প্রচণ্ড—প্রচণ্ড; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; সারথিঃ—চালক, বুদ্ধি; জ্ঞান—জ্ঞানের; বৈরাগ্য—এবং বৈরাগ্য; রহিতঃ—রহিত; ত্রি-দণ্ডম্—সন্ন্যাস আশ্রম; উপজীবতী—দেহ নির্বাহের জন্য উপযোগ করা; সুরান্—পূজ্য দেবতা; আত্মানম্—তার নিজের; আত্ম-স্থম্—নিজের মধ্যে অবস্থিত; নিহ্নুতে—অস্বীকার করে; মাম্—আমাকে; চ—ও; ধর্মহা—ধর্মীয় বিধিবিধান বিনষ্ট করে; অবিপক্ব—অপরিণত; কষায়ঃ—কলুষ; অস্মাৎ—ইহ লোক থেকে; অমুষ্মাৎ—পরলোক থেকে; চ—এবং; বিহীয়তে—বিচ্যুত হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার ষড়বিধ মায়া (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নেতা বুদ্ধিকে সংযত করেনি, জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে, পূজ্য দেবতা, নিজ আত্মা, এবং তার মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে, ধর্মের বিধ্বংস ডেকে আনে এবং জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে পতিত এবং তার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সমস্ত প্রকার স্থূল মায়ার লক্ষণযুক্ত হয়েও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, সেই সমস্ত ভণ্ড লোকদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিন্দা করেছেন। বৈদিক বিধানের বুদ্ধিমান অনুগামীরা ভেকধারী সন্ন্যাসীদের কখনও প্রশংসা করেন না। বেদধর্মের বিনাশকারী তথাকথিত সন্ন্যাসীরা সময় সময় মূর্খ লোকেদের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু আসলে তারা কেবল নিজেদেরকে এবং তাদের অনুগামীদেরও প্রতারণা করছে। এই সমস্ত ভণ্ড সন্ন্যাসীরা বাস্তবে কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত নয়।

শ্লোক ৪২

ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্ ॥ ৪২ ॥

ভিক্ষোঃ—সন্ন্যাসী; **ধর্মঃ**—মূলধর্ম; **শমঃ**—শমতা; **অহিংসা**—অহিংসা; **তপঃ**—তপস্যা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ (দেহ ও আত্মার মধ্যে); **বন**—বনে; **ওকসঃ**—নিবাসীর বানপ্রস্থী; **গৃহিণঃ**—গৃহস্থের; **ভূত-রক্ষা**—সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা; **ইজ্যা**—যজ্ঞ সম্পাদন করা; **দ্বি-জস্য**—ব্রহ্মচারীর; **আচার্য**—গুরুদেব; **সেবনম্**—সেবা করা।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর মূল ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সমতা এবং অহিংসা, আবার বানপ্রস্থীর প্রধান ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করা। গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করা, আর ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানত শ্রীগুরুদেবের সেবায় ব্রতী হওয়া।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে অবস্থান করে ব্যক্তিগতভাবে আচার্যের সেবা করবে। গৃহস্থদের সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ সম্পাদন, শ্রীবিগ্রহ অর্চন এবং সমস্ত জীবকে পালন পোষণ করা। বানপ্রস্থী যাতে বৈরাগ্য সুষ্ঠুরূপে বজায় রাখতে পারেন তার জন্য দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করবেন এবং তপস্যাও করবেন। সন্ন্যাসী কায়মনোবাক্যে আত্মোপলব্ধির জন্য পূর্ণরূপে মগ্ন হবেন, এইভাবে মনের সমতা লাভ করার ফলে তিনি সমস্ত জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে গণ্য হন।

শ্লোক ৪৩

ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্ ।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্ম-চর্যম্—ব্রহ্মচর্য; তপঃ—তপস্যা; শৌচম্—আসক্তি অথবা বিদ্বেষরহিত মনের শুদ্ধতা; সন্তোষঃ—সন্তুষ্টি; ভূত—সমস্ত জীবের প্রতি; সৌহৃদম্—বন্ধুত্ব; গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; অপি—ও; ঋতৌ—ঋতুকালে; গন্তুঃ—স্ত্রীর নিকট গিয়ে; সর্বেষাম্—সমস্ত মানুষের; মৎ—আমার; উপাসনম্—উপাসনা।

অনুবাদ

গৃহস্থ ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল অনুমোদিত সময়ে তার স্ত্রীর নিকট যৌন সঙ্গের জন্য গমন করবে। অন্যথায় সেই গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, তপস্যা, দেহ ও মনের শুদ্ধতা বজায় রাখা, সাধারণ অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকা। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উচিত আমার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

সর্বেষাং মদুপাসনম্ বলতে বোঝায় বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত অনুগামীরা অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করবেন, অন্যথায় তাদের নিজ নিজ পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি অবশ্যম্ভাবী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) বলা হয়েছে—*ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্তি অধঃ*—বৈদিক আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনে যথেষ্ট উন্নত হলেও পরমেশ্বরের উপাসনা না করলে সে অবশ্যই অধঃপতিত হবে।

গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানকারীরা যথেচ্ছভাবে যৌন ক্ষমতা প্রয়োগ করে শূকর এবং কুকুরের মতো জীবন উপভোগ করতে অনুমোদিত নন। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থের উচিত অনুমোদিত সময়ে এবং স্থানে ভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে সাধু সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করা, অন্যথায় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে গৃহস্থ এবং মনুষ্য সমাজের অন্য সমস্ত উন্নত সদস্যদের উচিত ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করা। *শৌচং* শব্দটি দেহ এবং মনের শুদ্ধতা অথবা আসক্তি এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্তিকে নির্দেশ করে।

যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে ভগবানকে পরম নিয়ামক রূপে জেনে উপাসনা করেন তিনি সন্তোষ লাভ করেন, অর্থাৎ ভগবান তাঁকে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি *ভূতঃ-সুহৃৎ*, অর্থাৎ সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্ ।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; মাম্—আমাকে; যঃ—যে; স্ব-ধর্মেণ—তার পেশার দ্বারা; ভজেৎ—ভজনা করে; নিত্যম্—সর্বদা; অনন্য-ভাক্—অনন্য উপাস্য; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীবে; মৎ—আমার; ভাবঃ—চেতনাযুক্ত হয়ে; মৎ-ভক্তিম্—আমার প্রতি ভক্তি; বিন্দতে—লাভ করে; দৃঢ়াম্—দৃঢ়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে আমার ভজনা করে, যার অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি সর্বজীবে উপস্থিত জেনে আমার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সে আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা লাভ করা, সেই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে চলেছেন। মনুষ্য সমাজের সামাজিক এবং পেশাগত যে কোন বিভাগেই মানুষের উচিত পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করা। যথার্থ গুরুদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং সেই আচার্যের উপাসনা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হয়। যদিও সাধারণ গৃহস্থদেরকে বৈদিক বিধানের দ্বারা বিশেষ কোন দেবতা বা পিতৃপুরুষের পূজা করার জন্য আদেশ করা হয়, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত। সেই কথা এখানে বলা হয়েছে, *সর্বভূতেষু মদ্ভাবঃ*। ভগবানের শুদ্ধভক্ত কেবলমাত্র ভগবানেরই আরাধনা করেন, এবং যারা শুদ্ধভক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না তাদের উচিত কমপক্ষে দেবতাদের মধ্যে এবং সর্বজীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান বর্তমান জেনে, তাঁর ধ্যান করা। তাদের জানা উচিত, সমস্ত ধর্মকর্মের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি বিধান করা। প্রচারকার্য সম্পাদনের জন্য শুদ্ধ ভক্তদেরও সরকারী নেতা এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের প্রশংসা করতে হয় এবং আদেশ পালন করতে হয়। তা সত্ত্বেও যেহেতু ভক্তরা প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানকে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত জেনে তাঁর ধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকেন, সেইজন্য তাঁরা ভগবানকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে কার্য করেন, অন্যকোন সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করার জন্য নয়। যে সমস্ত মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন

দেবদেবীর সঙ্গেও সম্পর্কিত হন তাঁদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে দর্শন করা এবং পরমেশ্বরের প্রীতিবিধানের জন্য মনোনিবেশ করা। জীবনের এই পর্যায়ই হচ্ছে ভগবৎ প্রেম এবং তা আমাদেরকে যথার্থ মুক্তির পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ৪৫

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্ত্যা—প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **অনপায়িন্যা**—অব্যর্থ; **সর্ব**—সকলের; **লোক**—লোকসমূহ; **মহা-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সবকিছুর; **উৎপত্তি**—সৃষ্টির কারণ; **অপ্যয়ম্**—এবং বিনাশ; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **কারণম্**—ব্রহ্মাণ্ডের কারণ; **মা**—আমাকে; **উপযাতি**—আসে; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর এবং আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, লয়ের অন্তিম কারণ। এইভাবে আমিই হচ্ছি পরম সত্য আর যে ব্যক্তি অব্যর্থভাবে আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে, সে আমার নিকট আগমন করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/২/১১) বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সর্বোপরি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুরই উৎস—এই তিনরূপে জানা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতিতে আশ্রয় প্রদান করেন, সিদ্ধ যোগীদের নিকট তিনি পরমাত্মা রূপে আবির্ভূত হন, এবং সর্বোপরি তাঁর শুদ্ধভক্তদেরকে নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময় জীবন প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর নিজ ধামে আনয়ন করেন।

শ্লোক ৪৬

ইতি স্বধর্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **স্ব-ধর্ম**—তার অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা; **নির্ণিক্ত**—শুদ্ধ হয়ে; **সত্ত্বঃ**—তার অস্তিত্ব; **নির্জ্ঞাত**—সম্পূর্ণ জ্ঞান; **মৎ-গতিঃ**—আমার পরম পদ; **জ্ঞান**—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ আত্মজ্ঞান; **সম্পন্নঃ**—সম্পন্ন; **ন-চিরাৎ**—অচিরে; **সমুপৈতি**—সম্পূর্ণরূপে লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে, যে তার স্বধর্ম পালনের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে শুদ্ধ করেছে, যে সম্পূর্ণরূপে আমার পরমপদ উপলব্ধি করেছে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে, সে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৪৭

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এষ আচারলক্ষণঃ ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪৭ ॥

বর্ণাশ্রম-বতাম্—বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের; ধর্মঃ—ধর্ম; এষঃ—এই; আচার—অনুমোদিত ধারা অনুসারে যথার্থ ব্যবহারের দ্বারা; লক্ষণঃ—লক্ষ্য; সঃ—এই; এব—বস্তুত; মৎ-ভক্তি—আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; যুতঃ—যুক্ত; নিঃশ্রেয়স—জীবনের পরম সিদ্ধি; করঃ—দেওয়া; পরঃ—পরম।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা ধর্মকে যথাযথ ব্যবহারের অনুমোদিত চিরাচরিত ধারা রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা রূপে উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন আশ্রমের এবং পর্যায়ের মানুষের জন্য পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষদের উপাসনা করার মতো অনেক চিরাচরিত দায়িত্ব রয়েছে। এইরূপ সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি সবকিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত হওয়া উচিত। তাহলেই সেগুলি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের দিব্য পন্থায় পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনামৃত, বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাই হচ্ছে প্রগতিশীল মনুষ্য জীবনের যথাসর্বস্ব।

শ্লোক ৪৮

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্ ।
যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্ ॥ ৪৮ ॥

এতৎ—এই; তে—তোমাকে; অভিহিতম্—বর্ণিত; সাধো—হে ভক্ত উদ্ধব; ভবান্—তুমি; পৃচ্ছতি—প্রশ্ন করেছ; যৎ—যার; চ—এবং; মাম্—আমার নিকট

থেকে; **যথা**—যে উপায়ের দ্বারা; **স্ব-ধর্ম**—নিজের অনুমোদিত কর্তব্য; **সংযুক্তঃ**—সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **মাম্**—আমাকে; **সমিয়াৎ**—আসতে পারে; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, তোমার প্রশ্নানুসারে আমার ভক্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা তার স্বধর্মে নিযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারে তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।